দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 16 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হামজার রহমান

ভর্তি প্রস্তুতি

টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ

ভর্তি গাইড

এইচএসসি পাসের পর আমাদের দেশে হাতেগোনা যে কয়টি বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ রয়েছে এর মধ্যে কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। এখানে প্রতিবছর চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি কোর্সে মাত্র ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ভর্তি যোগ্যতা

প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট নম্বরের ৫০ ভাগ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। এছাড়া গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রতি বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫০ ভাগ ও গড়ে ৬০ ভাগ নম্বর পেতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট নম্বরের ৫৫ ভাগ এবং পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও গণিতে গড়ে ৬৫ পেতে হবে।

সংযুক্তি

আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষা পাসের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি। বোর্ড হতে প্রাপ্ত এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষার নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ; পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি।

লিখিত পরীক্ষা ও মেধা স্কোর

এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে প্রথম ১৮০০ প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। তবে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য নিম্নতম নম্বরপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষায় ২০০ নম্বর থাকবে।

প্রার্থী নির্বাচন

এসএসসি ও এইচএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষাদ্বয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে ১৬০ জনের মেধাতালিকা তৈরি করা হয়।

চাকরির ক্ষেত্রসমূহ

টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ থেকে পাস করার পর বেকার আছে এমন ছেলে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এখান থেকে পাস করার পর যে সকল জায়গায় চাকরি পাওয়া যায়- বিটিএমসি, বিজেএমসি, বস্ত্র পরিদপ্তর, বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিসিক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানাসমূহ।

প্রস্তুতি

পড়াশোনা শেষ করার পর ভবিষ্যৎ চাকরির নিশ্চয়তায় টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজে ভর্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এখনই সময়। প্রশ্ন করা হবে এইচএসসি সিলেবাস অনুযায়ী। পাঠ্যবই ভাল করে পড়লে ভর্তি পরীক্ষা সহজ বলে মনে হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির কিছুটা ধারণা দেয়া হলো-

গণিত

টেক্সটাইল টেকনোলজি ভর্তি পরীক্ষায় গণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণিতে ভাল করলে চান্স পাওয়া সহজ হবে। এইচএসসিতে অনেকে অনেক অধ্যায় সাধারণত পড়ে না। যেমন বিন্যাস ও সমাবেশ, দ্বিপাদি, ত্রিকোণমিতির অধ্যায় ১১, ১২ এবং ল্যামিতি থেকে কণিক, বৃত্ত। অথচ ভর্তি পরীক্ষায় এ সকল অধ্যায় থেকেই বেশি প্রশ্ন আসে। ছাত্রছাত্রীদের প্রথম কাজ হচ্ছে উপরের অধ্যায়গুলো ভাল করে না পড়া থাকলে তাড়াতাড়ি সেগুলো পড়ে নেয়া প্রতিটি অধ্যায়ের উপর পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। অনেক সময় মৌলিক অংকও থাকে। গতি ও স্থিতিবিদ্যার উপর সহজ প্রশ্ন হয়। তাই এইচএসসিতে যা পড়া হয়েছে তাই ভাল করে পড়ে নিতে হবে। ক্যালকুলাসের উপর কিছু মৌলিক প্রশ্ন হয়। কিছু নতুন নিয়ম ও শিখতে হবে। যেমন লিমিটের অংক সহজে করার জন্য এল হসপিটাল ল, ইন্টিগ্রাম ক্যালকুলাসের জন্য কিছু নতুন সূত্র।

পদার্থ বিজ্ঞান

এইচএসসিতে তোমরা ভাল করার আশায় পদার্থের অনেকে অধ্যায় বাদ দিয়েছ। ভর্তি পরীক্ষার জন্য সব অধ্যায়ই পড়তে হবে। পদার্থে প্রায় সবগুলো অংশ থেকেই প্রশ্ন করা হবে। তবে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলো ভাল করে পড়ে রাখলে ভাল হবে। যেমন বল এবং নিউটনের গতিসূত্র, বলবিদ্যা এবং গতির সমীকরণ, মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ, কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি, ঘূর্ণন গতিবিদ্যা, সরল দোলক, স্থিতিস্থাপকতা, আর্কিমিডিসের সূত্র, আপেক্ষিক গুরুত্ব, ক্যালরিমিতি, শব্দের বেগ, গোলটার তলে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ, আলোকে যন্ত্রপাতি, আলোর বেগ এবং ওহমের সূত্র ও রোধ।

রসায়ন

যেকোন ভর্তি পরীক্ষার রসায়ন একটি 'ভীতিকর' সাবজেক্ট বলে বহুল প্রচারিত থাকলেও পদ্ধতিগতভাবে পড়লে রসায়নে ভাল করা খুবই সহজ। রসায়নে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলো ভাল করে পড়তে হবে। যেমন পদার্থের গঠন, প্রতীক, সংকেত, যোগ্যতা ও সমীকরণ, সাধারণ পরীক্ষাগার প্রণালী, এসিড, ক্ষারক, লবণ, রাসায়নিক সংযোগ সূত্র, ডাল্টনের পরমাণুবাদ, ন্যাপিডিমিতি অ্যালক্যালিমিতি, গ্যাসের ধর্ম, রাসায়নিক গণনা, পারমাণবিক ওজন, তুল্য ওজন, পর্যায় সারণি এবং পারমাণবিক গঠন, জৈব রসায়নের অ্যারোমেটিক, অধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন এবং বিক্রিয়া এবং ধাতু থেকে Pb, Na, Ca, Cu, Zn, Fe, Al, Mg ইত্যাদি।

ইংরেজি

ইংরেজিতে সাধারণত Functional English থেকেই প্রশ্ন করা হয়। যেমন- Parts of Speech, classification of Noun and Pronoun, Sentences, Classification of sentences, Transformation of sentence, Correct use of noun, Pronoun, Case, Degree, Translations, Phrase and clauses, Correct form of Verbs, Appropriate Prepositions, Idoms and Phrases, Pair of words, Infinitive, Gerund, Participle, Voice, Direct and Indirect speech.

সাহায্য পাবে যেথায়

বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নের জন্য এবং দিকনির্দেশনার জন্য গাইডের প্রয়োজন হবে। গাইডের দিকনির্দেশনাগুলো প্রস্তুতিকে করবে শানিত। শুধু প্রস্তুতি নিলেই হবে না সাথে থাকতে হবে দৃঢ় বিশ্বাস। তাহলেই সাফল্য পাওয়া সহজ হবে।